## বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ মূর্তিটি কেমন করে আমাদের হলো

কাইউম পারভেজ

১.

ওয়েস্টার্ণ সিডনি ইউনিভারসিটিতে সদ্য উন্মোচিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আবক্ষ মূর্তিটি এখন টক অব দি সিটি। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, ভালবেসে হোক আর ঈর্ষায় হোক এ মূর্তির আলোচনা এখন সবার মুখে মুখে। এ কোন ম্যাজিক নয় যে বললাম, মূর্তি চাইলাম আর অমনি হয়ে গেলো।

মাননীয় মন্ত্রী আনিসুল হক ও ভিসি প্রফেসর বার্ণি গ্লোভার

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাসোসিয়েট প্রফেসার দাউদ হাসানের স্বপ্নর প্রতিফলন এই মূর্তি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্নপদক পাওয়া ছাত্র ড.দাউদ হাসান মাস্টার্স শেষে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হলেন আইন বিভাগে। তারপর চলে এলেন সিডনিতে। এখানেই পিএইচডি শেষ করে শিক্ষাকতায় যোগদেন প্রথমে ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইংল্যান্ডে (আর্মিডেল) তারপর ওয়েস্টার্ণ সিডনি ইউনিভারসিটিতে আইন স্কুলে। প্রত্যেক শিক্ষক গবেষকের যেমন বিশেষ একটি বিষয়ের উপর গবেষণার আগ্রহ এবং পান্ডিত্য থাকে তেমনি দাউদ হাসানের গবেষণার বিষয় এবং পন্ডিত্য সমুদ্র আইন। সমুদ্রের যে বিশাল রিসোর্স এর ভোক্তা কারা হবে, তার কতটুকু একটা দেশ ব্যবহার করতে পারবে সে ব্যাপারে আইন কী বলে - এমন সব বিষয় নিয়ে তাঁর নাড়াচাড়া বহুদিনের। অনেক গবেষনা পেপার পাবলিশ করেছেন এসব বিষয় নিয়ে। তাঁর বহুদিনের ইচ্ছা আমাদের বঙ্গপোসাগর নিয়ে কাজ করার। এটাকে কেন্দ্র করে একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা সেন্টার স্থাপন করা তাঁর স্বপ্ন। স্বপ্ন নিয়ে তিনি এগোচ্ছেন। তাঁর ডীন, সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করেছেন। ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথা বলেছেন। তারপর একসময়ে স্বপ্নের সেন্টারের প্রস্তাব দিলেন ভিসি প্রফেসর বার্ণি গ্লোভারের কাছে। প্রস্তাব দেয়ার আগে আটঘাট বেঁধে নিয়েছেন। যোগাযোগ করেছেন বাংলাদেশ সরকারের নানান সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিসহ বহু শিক্ষাবিদ এবং আমলার সাথে। গবেষনার মূল কাজটা তো হবে বাংলাদেশে কিন্তু কাজ করবে আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত শিক্ষাবিদ এবং গবেষকরা। বাংলাদেশ সরকার বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেল আর প্রধানমন্ত্রীর সাড়া আগ্রহের কারণে অন্যান্য দপ্তর গুলোও সাহায্যের দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন। গবেষণার প্রাথমিক খরচ দিতে বাংলাদেশ সরকার এবং ওয়েস্টার্ণ সিডনি ইউনিভারসিটি রাজী হলেন। দাউদ গ্রীন সিগনাল পেলেন। এগিয়ে গেলেন। প্রতিষ্ঠা করলেন ওয়েস্টার্ণ সিডনি

ইউনিভারসিটির প্যারাম্যাটা ক্যাম্পাসে ল' স্কুলের মধ্যেই International Centre for Ocean Governance.

মাননীয় মন্ত্রী আনিসুল হক ও মাননীয় হাইকমিশনার কাজী ইমতিয়াজ হোসেন

ইতিমধ্যে দাউদ হাসানের কর্মকান্ডের সাথে জড়িয়ে গেছেন মাননীয় হাইকমিশনার কাজী ইমতিয়াজ হোসেন। দাউদ হাসান আর মাননীয় হাইকমিশনারের সাথে দফায় দফায় মিটিং হলো সেন্টারকে নিয়ে। এরই মধ্যে দাউদ ভিসিকে বোঝাতে সক্ষম হলেন বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই হলেন সাউথ ইস্ট এশিয়াতে প্রথম নেতা যিনি এই সমুদ্র আইন নিয়ে সোচ্চার হন। এমনকি তিনি ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের সংসদে সমুদ্র আইন পাশ করান যাতে সমুদ্রের সম্পদ কারো ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীর সম্পদ না হতে পারে এবং এই সম্পদ আহরণ হতে হবে আইন অনুযায়ী। সাউথ ইস্ট এশিয়া ছাড়িয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনেক আন্তর্জাতিক ফোরামে সমুদ্র আইন বিষয়টি নিয়ে ঝড় তোলেন। ভিসি প্রফেসর বার্ণি গ্লোভার বিস্মিত হন। দুনিয়ার সব রেফারেন্স সংগহ্র করে জানলেন কে এই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, কী তাঁর ইতিহাস কী তাঁর অবদান। একদিন এক মিটিংয়ে দাউদ হাসানকে বললেন তোমার সেন্টারের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানকে রিকগনাইজ করতে হবে। চিন্তা কর কী করা যায়। দাউদ প্রস্তাব করলেন আমরা তো সেন্টারের সামনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করতে পারি। ভিসি বললেন বাহ্ চমৎকার। তোমরা সব জোগাড়যন্ত্র কর আমি এখানে মূর্তি সংস্থাপনের ব্যবস্থা করছি।

দাউদ মাননীয় হাই কমিশনারের সহযোগিতায় আবার ছুটলেন বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট দপ্তর গুলোতে এবং আইন মন্ত্রনালয়ে। তাঁরা সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এলেন। দাউদ কথা বললেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির সাথে । তাঁর পরামর্শে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সাথে কথা হলো। গর্বের কথা চারুকলার ছাত্রছাত্রী শিক্ষকরা মিলে বিনা পারিশ্রমিকে এ মুর্তিটি গড়ে দিলেন। অবশেষে আইন ও সংস্কৃতি মন্ত্রনালয়ের সহযোগিতায় মূর্তি এসে পোঁছালো ওয়েস্টার্ণ সিডনি ইউনিভারসিটিতে। যত সংক্ষেপে ব্যাপারটি বললাম আসলে ব্যাপারটি অত সোজাসাপটা নয়। এর নেপথ্যে অনেকে কাজ করেছেন। যেমন ল' স্কুলের ডিন মাইকেল এ্যাডামস্, প্রফেসর ডোনা ক্রেইগ, ড. মাসুদুল হক, ল' স্কুলের পিএইচডির ছাত্র সিরাজুল হক (সভাপতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অস্ট্রেলিয়া) এবং আরো অনেকে। সিরাজুল হক ড. দাউদ হাসানের তত্ত্বাবধানে তাঁর পিএইচডির কাজ করছেন।

বাঁ থেকে - ড. দাউদ হাসান, মাননীয় হাই কমিশনার, মাননীয় মন্ত্রী আনিসুল হক, ভিসি প্রফেসর বার্নি গ্লোভার

ইতিমধ্যে ভিসি অবগত হলেন মূর্তির আগমন সম্পর্কে এবং একটি দিন ধার্য করলেন এ মূর্তি উন্মোচনের। প্রস্তাব করলেন বাংলাদেশ সরকারের আইনমন্ত্রী এর উন্মোচন করলে ব্যাপারটি যথপোযুক্ত হয়। তিনি বাংলাদেশ সরকারের আইনমন্ত্রী আনিসুল হককে আমন্ত্রণ জানালেন এখানে এসে এ মূর্তি উন্মোচন করতে। মন্ত্রী মহোদয় সম্মত হলেন এবং ২০ ফেব্রুয়ারী মূর্তি উন্মোচনের দিন ধার্য হলো।

এরই মধ্যে মূর্তি উন্মোচনের সপ্তাহখানেক আগে দাউদ হাসান আমাকে ফোন করে জানালেন কতিপয় স্থানীয় বাঙালি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আবক্ষ মূর্তিটি প্রতিস্থাপন এবং উন্মোচনের বিরোধীতা করে একটি প্রতিবাদ লিপি পাঠিয়েছেন। আমি দাউদকে বললাম এটা নতুন কিছু না বা অপ্রত্যাশিতও নয়। দাউদকে বললাম বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা যখন একাত্তরে দেশ স্বাধীন করেছিলাম তখনও ওরা ছিল। বাধা দিয়েছে নয় বেঈমানী করেছে কিন্তু স্বাধীনতা কী আটকাতে পেরেছে? এটাই জেনে খারাপ লাগছে যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানকে স্বীকৃতি দিতে যখন আমার বিশ্ববিদ্যালয় তাদেরই ইচ্ছা উদ্যোগে এ মূর্তি স্থাপন করছে সেই তাদের কাছেই এই নির্বোধ বাঙালিগুলো বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে অসত্য মিথ্যা বানোয়াট তথ্য দিয়ে তাঁদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। তারা সফল হতে পারেনি। আমাদের তড়িৎ একশানে আমরা মাননীয় হাইকমিশনারকে সাথে নিয়ে এর মোকাবিলা করেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়কে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি গুটি কয়েক নির্বোধের হটকারীতায় বঙ্গবন্ধুর অবদান মিথ্যা হয়ে যেতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের বললো we shall go ahead.

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আবক্ষ মূর্তির পাশে মাননীয় মন্ত্রী আনিসুল হক

আমাদের বলা হলো আমরা অতীব সতর্কতার সাথে কাজটি সম্পন্ন করবো। তাই মূর্তি উন্মোচনের অনুষ্ঠানের অতিথি লিস্ট সংক্ষিপ্ত করতে হবে। আর সেকারণে কম্যুনিটির সবাইকে ডেকে আনন্দ উৎসব করে কাজটা করা হলো না। তবে ভাবগম্ভীর পরিবেশে যথাযথ মর্যাদায় মাননীয় মন্ত্রী আনিসুল হক বাংলাদেশের মানুষের পক্ষ থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আবক্ষ মূর্তিটি উন্মোচন করলেন। মূর্তিটি আমাদের হয়ে গেল।

এ মূর্তি সবার। মূর্তিটি বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করে। যিনি বাংলাদেশের মানুষ তাঁরই এই মূর্তি এই সন্মান। যাঁরা বিরোধীতা করার চেষ্টা করেছেন এ মূর্তি তাঁদেরও। তাঁরাও এ বিরল সন্মানের অধিকারী। International Centre for Ocean Governance এ যাঁরা দেশ বিদেশ থেকে গবেষণা করতে আসবেন জ্ঞান অর্জন করতে আসবেন তাঁরা সেন্টারে ঢুকতেই দেখবেন বঙ্গবন্ধুকে। দেখবে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী আর একাডেমিকরা। বঙ্গবন্ধু মানেই তো বাংলাদেশ। তারা বাংলাদেশ দেখবে। বায়ান্ন আর একাত্তরের শহীদদের রক্তে জেগে ওঠা বাংলাদেশ আর এই সেই জাতির পিতা - বাঙালির জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

স্যালুট ড. দাউদ হাসান স্যালুট মাননীয় হাইকমিশনার কাজী ইমতিয়াজ হোসেন - স্যালুট ওয়েস্টার্ণ সিডনি ইউনিভারসিটি - বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ মূর্তিটি আমাদের করে দিলেন।

২.

এদিন সন্ধ্যায় এই মূর্তি উন্মোচনের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অস্ট্রেলিয়া এক সেমিনারের আয়োজন করেন স্থানীয় একটি হোটেলে। আওয়ামী লীগ সভাপতি সিরাজুল হকের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যুৎসেন চুন্নুর সঞ্চালনে আমি **"একুশ থেকে বঙ্গবন্ধু মূর্তি উন্মোচন - প্রবাসে বাঙালির আরেকটি আইকন" শীর্ষক মূল প্রবন্ধটি উপস্থাপন করি। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত**

বাঁ থেকে- আইন সচিব, মাননীয় মন্ত্রী আনিসুল হক, সিরাজুল হক, ড. কাইউম পারভেজ, পি এস চুন্নু, ড. দাউদ হাসান

**ছিলেন মাননীয় আইন মন্ত্রী আনিসুল হক। এছাড়া বাংলাদেশ থেকে আগত আইন মন্ত্রনালয়ের সচিব, যুগ্মসচিব, উপ-সচিবসহ সিডনির বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, লেখক সাহিত্যিক সাংবাদিক ও সুধীজনরাও উপস্থিত ছিলেন। এখানেও সবার কথায় সেই একই প্রতিধ্বনি এ মূর্তি স্থাপন প্রবাসে বাঙালির আরেকটি বিজয়। আরেকটি আইকন।**

সেমিনারে অতিথিদের একাংশ